রবিবার ১৬ পৌষ, ১৪২৩
বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ১৬২

যাদব শিবিরের স্নায়ুযুদ্ধে আপাতত যবনিকা পতন

টানটান স্নায়ু যুদ্ধের জবনিকা পড়তে লাগল ২৪ ঘন্টারও কম সময়। পিতা-পুত্রের মধ্যে মনকষাকষিতে আপাতত ছেদ পড়ল। কিন্তু পিতাকে পুত্র বেশ ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দিলেন, হিন্দি বলয়ের হৃদয়পুরে দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের মনজয়ে গত পাঁচ বছরে তিনি অনেকটাই সফল। বস্তুত সমাজবাদী দলে এখনও নেতাজি মুলায়ম সিং যাদবই সর্বেসর্বা। মুখ্যমন্ত্রী হলেও অখিলেশ যাদবও তার নেতৃত্বেই রাজনীতি করেন। দলের অভ্যন্তরে মুলায়ম সিংহের কতৃত্ব নিয়ে কখনওই কোনপ্রশ্ন ওঠেনি। তবে শুক্রবার সন্ধ্যায় অখিলেশ এবং ভাই রামগোপাল যাদবকে বহিষ্কারের পর যেভাবে সপার অধিকাংশ বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার পর মুলায়ম শিবিরের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে অখিলেশকে দূরে সরিয়ে রাখলে তা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলের পক্ষে বিপর্যয়কর হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে অখিলেশকে দলে ফিরিয়ে এনে নিশ্চিত ভাঙন থেকে দলকে রক্ষা করলেন মুলায়ম। অন্যদিকে অখিলেশও বুঝিয়ে দিলেন সপায় তার সমর্থকদের সংখ্যা কত বেশি। পাঁচ বছর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সুবাদে সরকারের পাশাপাশি দলেরও অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছেন নবীনপ্রজন্মের প্রতিনিধি অখিলেশ। নিজের সেই অবস্থানকে ধরে রাখতেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট বিলির সিদ্ধান্ত নিজের হাতে তুলে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। আর সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই মুলায়ম-শিবপালের সঙ্গে অখিলেশ-রামগোপালের দ্বন্দ্ব বাধে। আপাতত দুই পক্ষ যুদ্ধে ইতি টানলেও দলীয় রাজনীতিতে কার প্রভাব বেশি থাকবে সেই প্রশ্ন অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ভক্তেরা আনন্দ করিতে করিতে সিমলা স্ট্রিটে সুরেন্দ্রর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্র অতি যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে উপরের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। বাটীতে উৎসব। সকলেই গীত বাদ্য ইত্যাদি লইয়া আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রর বাটীতে প্রসাদ পাইয়া বাড়িতে ফিরিতে ভক্তদের প্রায় দুই প্রহরের অধিক রাত্রি হইয়াছিল।

কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরের জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে উপরের সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির হইতে শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে তাঁহার কুশল সংবাদ লইতে আসিয়া ছিলেন। ঠাকুর মণির সহিত সেই সকল কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন—ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) কি এখন বড় ঠাণ্ডা?

আজ ২১ শে পৌষ, কৃষ্ণতৃতীয়া, সোমবার, ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। অপরাহ্ন------বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র অসিয়া বসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিতেছেন ও তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতেছেন,—যেন তাঁহার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে। মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, 'কাঁদাতে কাঁদতে বাড়ি থেকে এসেছিল!'

সকলে চুপ করিয়া আছেন। এইবার নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন—

নরেন্দ্র—ওখানে আজ যাবো মনে করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোথায়?

নরেন্দ্র—দক্ষিণেশ্বরে—বেলতলা—ওখানে রাত্রে ধুনি জ্বালাবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ------না! ওরা (ম্যাগাজিনের কর্তৃ পক্ষীয়েরা) দেবে না। পঞ্চবটী বেশ জায়গা, —অনেক সাধু ধ্যান জপ করেছে!

'কিন্তু বড় শীত আর অন্ধকার।'

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ------না; ওরা (ম্যাগাজিনের কর্তৃ পক্ষীয়েরা) দেবে না। পঞ্চবটী বেশ জায়গা, —অনেক সাধু ধ্যান জপ করেছে!

(ক্রমশ)

দিনপঞ্জিকা

১৬ পৌষ, ভাঃ ১১ পৌষ, **১ জানুয়ারি**, ১৬ পুষ, সংবৎ ৩ পৌষ সুদি, ২ রবিঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬। ২৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪। ৫১।

রবিবার, তৃতীয়া দিবা ঘ ২।৩৬ মিঃ। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৪২ মিঃ হর্ষণযোগ দিবা ঘ ৯।৪৫ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ২।৩৬ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ২।২৮ গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**—মকররাশি বৈশ্যবর্ণ। মত্তাস্তরে বৈশ্যবর্ণ। দেবগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ঘ ৩।৫১ নৈর্ঋতে। **মৃতে**—একপাদদোষ। **যোগিনী**—অগ্নিকোণে, দিবা ঘ ২।৩৬ গতে নৈর্ঋতে। **বারবেলাদি** ঘ ১০।২২ গতে ১।১ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১।২২ গতে ৩।২ মধ্যে। **যাত্রা**—অধম পূর্বে পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ঘ ৯।৪৫ গতে যাত্রা নাই, দিবা ঘ ১।২১ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পূর্বে পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ঘ ২।৩৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**—দিবা ঘ ৯।৪৫ মধ্যে ও দিবা ঘ ১।২১ গতে ২।৩৬ মধ্যে। সীমান্তোন্নয়ন সাধ ভক্ষণ নিষ্ক্রণ অন্নপ্রাশন।

ইংরাজী নববর্ষ। নিউইয়ার্স ডে। পূর্ব্বরাত্রি ১২টার পর হইতে ইংরাজি ২০১৭ খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ। কাশীপুর উদ্যানবাটী ও দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে কল্পতরু উৎসব ও পূজা।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ পৌষ, ভাঃ ১১ পৌষ, **১ জানুয়ারী**, ২ রবিঃ আউঃ সানি, ১৬ পুষ, উঃ ৬/২১, অঃ ৪/৫৭, রবিবার, তৃতীয়া দি সেহরী শেষ ৪/৫১, ইফতার ৫/০৮।
ইংরাজি নববর্ষ(২০১৭ খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ)

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

অচ্যুতানন্দন বনাম কেরল সিপিএম নেতৃত্বে ফের কার্যত সম্মুখসমরে নেমেছেন

মন্ত্রী মণিকেন্দ্রিক পরিস্থিতিতে বিপাকে মুখ্যমন্ত্রী ও সরকার

পি শ্রীকুমারণ

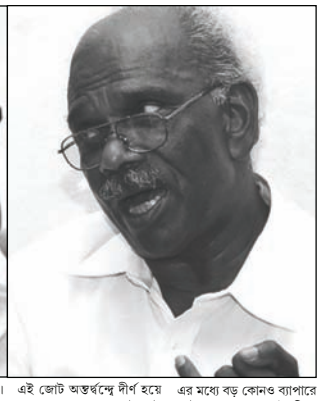

শক্তিমন্ত্রী এম এম মণিকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করল আদালত। এক খুনের মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে এই মন্ত্রীর বেহাল অবস্থার জেরে কেরলের রাজ্য সিপিএম নেতৃত্বে বেশ ভালরকম বিপাকে পড়েছে। এই কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে ভিএস অচ্যুতানন্দন বনাম সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের লড়াই প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ভিএস স্বাভাবিকভাবেই মণি'র মন্ত্রীত্ব চালিয়ে যাওয়ার বিরোধী। অবশ্যই আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে। যে কারণে তিনি দ্রুত এই প্রসঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিপিএম সাধারণ সম্পাদকের তথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। দাবি অতি সাধারণ। ওই মন্ত্রীকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হোক।

অত্যন্ত কড়া ভাষায় ভি এস তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, পিনারাই বিজয়ন অনুগামী মণিকে যদি মন্ত্রীত্ব চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে অন্যায় এবং অনৈতিক। আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি দলেরই নেওয়া অবস্থানের কথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেখানে বলাই আছে, যে বা যারা গুরুতর ফৌজদারি অভিযুক্ত হবেন, তাঁদের সরকারি পদে থাকা অনুচিত।

অথচ, সিপিএম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্ভবত ভি এস-এর এমন অনুরোধে সাড়া দিচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে ইয়েচুরির মন্তব্যকে ইঙ্গিত হিসাবে ধরলে, সেটাই মনে করা যেতে পারে। সিপিএম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এই প্রসঙ্গে কার্যত দলের রাজ্য নেতৃত্বের কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই ব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্বকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একই সঙ্গে জানিয়েছেন, ভিএস-এর চিঠি তিনি এখনও হাতে পাননি।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক কোদিয়ারি বালাকৃষ্ণণ কিন্তু তড়িঘড়ি মণির হয়ে সাফাই দিতে নেমে পড়েছেন। তাঁর বক্তব্য, মণির মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, মণির মামলায় নতুনত্ব কিছু নেই। এই অভিযোগ মাথায় নিয়েই তিনি নির্বাচনে লড়ে ছেন এবং জিতেছেন। তাঁর মামলার সঙ্গে ইপি জয়রাজন মামলার কোনও মিল নেই।

যে জয়রাজনকে এমনই এক মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার জেরে শিল্পমন্ত্রীর পদ ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু, সেক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রী হওয়ার পর সেই অভিযোগ উঠেছিল। সেখানে মণি যখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন, তখনই অভিযোগটি তাঁর বিরুদ্ধে বহাল ছিল।

সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব যে ব্যাখ্যাই দিক, অস্বীকার করার কোনও উপায়ই নেই যে, সমস্যাটি এলডিএফ সরকারকে রীতিমতো অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সিপিএম নেতৃত্বকে আরও যা উদ্বেগে ফেলে দিয়েছে, তা হল এই ব্যাপারে সিপিআই, এনসিপি এবং কংগ্রেস (এস) জোটসঙ্গী হয়েও চুপচাপ থেকে গিয়েছে। উল্টোদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী সংযুক্ত প্রগতিশীল জোটের কাছে এ যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া। কারণ, এই জোট অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে রয়েছে। সুযোগ পেয়েই তাই বিরোধী নেতা রমেশ চেন্নিথালা অবিলম্বে মণির পদত্যাগ দাবি করেছেন। জানা গিয়েছে, ইউডিএফ এই ব্যাপারে সরকারকে চেপে ধরতে বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। যে আন্দোলনের সঙ্গে এই সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলি নিয়েও তারা সোচ্চার হতে চাইছে।

এখানে বলে রাখা যায় যে, মণির প্রতি ভিএস-এর বিরাগ নতুন কিছু নয়।

মণি মন্ত্রী হওয়ার সময়ই তিনি আপত্তি করেছিলেন। ইপি জয়রাজন পদত্যাগ করার পর মণিকে যখন মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয় ভি এস ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'এক মন্ত্রী পদত্যাগ করবেন, আরেক জন আসবেন। এর মধ্যে বড় কোনও ব্যাপারে নেই।' প্রসঙ্গত, রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে মণি ছিলেন ভিএস অনুগামী। কিন্তু, পরে, পিনারাই নেতৃত্বাধীন রাজ্য নেতৃত্বের দিকে তিনি ঢলে পড়েন।

ভি এস বনাম সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের বিরোধ কেবলমাত্র মণিকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ নেই। শ্রী নারায়ণ ধর্ম প্রতিপালন যোগমের (এসএনডিপি) সাধারণ সম্পাদক ভেল্লাপল্লি নটেসানের বিরুদ্ধে যেভাবে ধীরগতিতে তদন্ত চলছে, তা নিয়ে ভিএস অসন্তুষ্ট। এসএমডিপি মাইক্রো-ফিনান্স প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে যে তদন্ত এখন চলছে এক সার্কেল ইন্সপেক্টরের তত্ত্বাবধানে। ভি এস সেখানে চান, কোনও পুলিশ সুপার নেতৃত্বাধীন বিশেষ তদন্তকারী দলের তত্ত্বাবধানে তদন্ত করা হোক।

লক্ষ্যণীয়ভাবে, মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার পরই নটেসানের বিরুদ্ধে তদন্তে থমকে গিয়েছে। আর নটেসান তখন থেকেই বলছেন, পিনারাই-এর মতো জোরালো মুখ্যমন্ত্রী আর হয় না! এমনকী যে বিজেপি'র সঙ্গে কিছুদিন আগেই তাঁর মধুচন্দ্রিমা চলছিল, সেই গেরুয়া দলের বিরুদ্ধেও নটেসান এখন সমালোচনা করছেন। যে কারণে মনে করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখতেই নটেসান হিসাব করেই এসব করছেন।

এমন এক অবস্থায় ভি এস অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এই প্রসঙ্গেও আলোকপাত করে মুখ্যমন্ত্রীকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন। এমনকী ইয়েচুরিকে তাঁর চিঠি পাঠানোর সময়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসএনডিপি লাভলিন মামলার শুনানি শুরু হওয়ার প্রাক্কালে তিনি পত্রবোমাটি পাঠিয়েছেন। যে লাভলিন মামলায় পিনারাইও যুক্ত রয়েছেন। ৪ জানুয়ারি থেকে যে মামলার শুনানি শুরু হবে। যেখানে সিবিআই-এর অন্যতম আবেদন হল, পিনারাইকে এই মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়া হোক। কিন্তু, হাইকোর্ট কি সেই আবেদনে সাড়া দেবে? যদি রাজ্যের শীর্ষ আদালত ওই আবেদন নাকচ করে দেয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীও চলে যাবেন মণির সঙ্গে একাসনে। শুধু তাই নয়, ভিএস তখন মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে পিনারাই-এরও পদত্যাগ চাইবেন। মণির বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর অবস্থান আসলে ধারালো এক অস্ত্রের সামান্য অংশমাত্র।

(লেখকের নিজস্ব মতামত)

উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বর্তমান ত্রিপুরা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সপ্তর্ষি মিত্র ও স্তবক রায়

উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য ত্রিপুরা—উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজ্যটি তিনদিক------উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং উত্তর-পূর্বে অসম ও পূর্বে মিজোরাম রাজ্য অবস্থিত। রাজ্যটির মোট সীমান্ত ১,০১৮ কিলোমিটার যার ৮৪ শতাংশ, অর্থাৎ ৮৫৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত যা ত্রিপুরাকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অবশিষ্ট সীমান্তের ৫৩ কিলোমিটার অসম ও ১০৯ কিলোমিটার মিজোরামের সঙ্গে সংযুক্ত। একমাত্র ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অসমের করিমগঞ্জ জেলার মধ্যে দিয়ে মেঘালয়ের শিলং শহরের এ ও পর দিয়ে অসমের প্রাণকেন্দ্র গুয়াহাটি হয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরাকে যুক্ত করে।

১০,৪৯১ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ২২°৫৬ থেকে ২৪°৩২ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০°০১ থেকে ৯২°২০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। স্থলবেষ্টিত রাজ্যটি পাহাড়, উপত্যাকা ও সমভূমি দ্বারা বিভূত। পাহাড় গুলির মধ্যে অন্যতম বড়মুড়া, আঠারোমুড়া, লংতরাই ও সাকাংথাং। হাওড়া, গোমুতি, খোয়াই, ধলাই, মনু, জুরি, মধুরি ও ফেনীর নদী উপত্যকায় গড়ে ওঠা শহরগুলি হল আগরতলা, উদয়পুর, খোয়াই, আমবাসা, মনু, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও সাব্রুম। প্রাকৃতিক বৈপরীত্য রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন কখনও স্তব্ধিত হয়ে যায়নি। উন্নয়নের নিরিখে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগ্রগামী রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমানে প্রথম সারিতে অবস্থান করে ত্রিপুরা।

ত্রিপুরার অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। দরিদ্রতা, স্বল্প মাথাপিছু আয়, সীমিত উৎপাদন, স্বল্পোন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, শ্লথ শিল্পায়ন ও উচ্চ বেকারত্বের হার ও অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আদিবাসী আন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিগত দুই দশক ত্রিপুরার অর্থনীতি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ২০০৫ সালের পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরায় রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। বিশেষ কোনও খনিজ সম্পদ না থাকলেও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল সম্ভাব আছে এই রাজ্যে।

কৃষি

ত্রিপুরার অর্থনীতি গ্রাম ও কৃষিভিত্তিক। শেষ দুই দশকে ত্রিপুরা রাজ্য কৃষিতে উন্নতি করেছে। ভূমি সংস্কারের প্রভাবে এই রাজ্যের গড় উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। রাজ্যের মোট ভূমিভাগের মাত্র ২৭ শতাংশ কৃষিযোগ্য যা জাতীয় সূচকের তুলনায় অনেক নিচে অবস্থান করে। রাজ্যের কৃষিকাজ প্রধানত মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। বিগত কয়েক বছরে জনসংখ্যার প্রবল চাপ রাজ্যের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। ২০১১ সালের ভারতীয় আদমসুমারির তথ্যানুসারে প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল, ২০০১ সালে যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৫১ শতাংশ। ২০১০-১১ সালের কৃষি সমীক্ষা থেকে জানা যায় কৃষকের মাথা পিছু ১.২৫ হেক্টর জমি আছে। সামাজিক কারণেই বর্তমানে জমিক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে চলেছে।

রাজ্যের মৃত্তিকা যথেষ্ট উন্নত যা বিভিন্ন ধরনের ফসলের পাশাপাশি চা, রাবার ও পাটের মতো অর্থকরী ফসল উন্নয়ন ঘটেছে। রাবার উৎপাদনে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাজ্য। বিগত কয়েক বছরে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাবার উৎপাদনে বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি করেছে।

রাজ্যের মোট কর্ষিত জমির ৬০ শতাংশ অংশে প্রধানত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। পাহাড়ি অঞ্চলের ঝুম চাষের পদ্ধতি রূপান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ঘটেছে। রাবার উৎপাদনে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাজ্য। কয়েক বছরে ত্রিপুরায় রাবার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মোট উৎপাদিত ফসলের প্রায় ১০ শতাংশ। বাজারে কৃত্রিম রাবারের আমদানির ফলে ত্রিপুরায় উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবারের মূল্য আকস্মিকভাবে নিম্নগামী হয়ে পড়েছে। তবুও একটি বড় অংশের মানুষ রাবারের উপর নির্ভরশীল প্রকৃত অর্থে ত্রিপুরার কৃষি অর্থনীতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে রাবার। বর্তমানে উৎপাদন ওভণগত ত্রিপুরার রাবার ভারতবর্ষের দ্বিতীয় স্থান অধিকরা করে।

(ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

বইমেলা শীতকালের অন্যতম আকর্ষণ

শীতকাল বরাবরই আপামর বাঙালির কাছে অন্যতম প্রীয় ঋতু। নলেন গুড়ের সন্দেশ, পিঠে-পুলি, পিকনিকের মতো বাৎসরিক পালা পার্বণ অনুষ্ঠানের মতো বইমেলা বাঙালী জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে রয়েছে। বাঙালির , স্বতঃস্ফূর্ততাই কলকাতা বই মেলা আজ আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। গত কয়েকবছরে মহানগরীর গন্ডি পেরিয়ে বই মেলা আজ ছড়িয়ে পড়েছে জেলায় জেলায় তবে, বই মেলার সম্প্রসারনের তথা বলতে গিয়ে 'জেলায় জেলায় গুয়ে' শব্দ দুটি প্রয়োগ যথেষ্ট নয়। কারণ, জেলা শহরগুলি ছাড়াও অন্যান্য শহরেও আজকাল বই মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, সোশালমিডিয়ার পাশাপাশি ই-বুকের জন্যপ্রিয়তা অনেক বেড়েছে, কিন্তু তাতে বাঙালির বই প্রীতিতে যে তেমন ভাটা পড়ে নি তা বই মেলাগুলি জনসমাগম থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। আর কয়েকদিন পরে শুরু হবে কলকাতা বইমেলা সেখানেও জন জোয়ারের ছবিটা খুব একটা আলাদা হবেনা তা বলাইবাহুল্য। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, বইমেলা শুরুর বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই এই মেলাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা শুরু হয়ে যায়। সবাই যেন মেলায় গিয়ে বই কেনেন তা নয়। অনেকেই বই- পত্র ঘাঁটেন। নতুন বইয়ের সঙ্গে আমজনতার পরিচয়ের অন্যতম মাধ্যম হল বইমেলা। তাই সময় বদলালেও বইমেলার জনপ্রিয়তায় কোন ভাটা পড়েনি তা বলাই বাহুল্য।

সুপ্রিয় দাস, কলকাতা-৬

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১

পাঠকের দরবারে

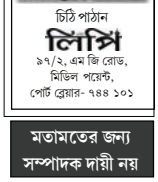

চিঠি পাঠান
লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়